কৃষিই সমৃদ্ধি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
খামারবাড়ি, ঢাকা-১২১৫।
www.dae.gov.bd

স্মারক নং-১২.০১.০০০০.০০০.১৬.০৫৫.১৯.২১ তারিখঃ ০৮/০৯/২০১৯

বিষয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য ডিএই'র তথ্য প্রেরণ।

সূত্রঃ কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন-৫ অধিশাখার স্মারক নং-১২.০০.০০০০.০২৬.১৬.০০২.১৮.১৯৮; তারিখঃ ২২.০৮.২০১৮ খ্রিঃ।

উপরিউক্ত বিষয় ও সূত্রোস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রতিবেদন প্রস্তুত পূর্বক সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসংগে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ১ (এক) প্রস্থ প্রতিবেদন (১৮) পাতা।

স্বাক্ষরিত/-
(ড. মোঃ আবদুল মুঈদ)
মহাপরিচালক(ভারপ্রাপ্ত)
ফোনঃ ৯১৪০৮৫০
ই-মেইল:dg@dae.gov.bd

সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণ : উপসচিব, উপকরণ-২ শাখা, কৃষি মন্ত্রণালয়)

কৃষি মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্তির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য

ক) ভূমিকাঃ

বাংলাদেশে আধুনিক কৃষি সম্প্রসারণ ব্যাপ্তি অর্ধ শতাব্দীর মত হলেও এর পেছনে শতাধিক বর্ষের ঘটনাবহুল ইতিবৃত্ত রয়েছে। ১৮৬২-৬৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোকাবেলার জন্য দুর্ভিক্ষ কমিশন প্রথম কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে যার ফলশ্রুতিতে ১৮৭০ সালে রাজস্ব বিভাগের অংশ হিসেবে কৃষি বিভাগের জন্ম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৬ সালে স্বতন্ত্র কৃষি বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সময়ে ঢাকায় মনিপুর (বর্তমান জাতীয় সংসদ ভবন এলাকায়) কৃষি খামারটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। যা ১০০০ একর জমি নিয়ে বিস্তৃত। খামারটি কৃষি বিভাগের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয়। ১৯০৯ সালে উক্ত খামারের কৃষি গবেষণার জন্য একটা ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। ১৯১৪ সালে তৎকালীন প্রতিটি জেলায় একজন করে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কোন কৃষি বিজ্ঞানে জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তা ছিলেন না। পরবর্তীতে ১৯৪৩ সালে সর্ব প্রথম বাংলাদেশ কৃষি কলেজ থেকে পাশ করা গ্রাজুয়েটগণ কৃষি বিভাগে যোগদান করেন এবং তখন থেকেই বাস্তবিকপক্ষে কৃষি সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে কৃষি ও শিল্প উন্নয়ন (ভিএআইডি) প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সম্প্রসারণ শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড শুরু হয়, পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালে উদ্ভিদ সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ১৯৬১ সালে বিএডিসি, ১৯৬২ সালে এআইএস, ১৯৭০ সালে ডিএইএম এবং ডিএআরই সৃষ্টি হলেও কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে তেমন কোন পরিকল্পিত সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সালে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকান্ডকে জোরদার করার লক্ষ্যে তুলা উন্নয়ন বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড, হর্টিকালচার বোর্ড এবং ১৯৭৫ সালে কৃষি পরিদপ্তর (পাট উৎপাদন), কৃষি পরিদপ্তর (সম্প্রসারণ ও ব্যবস্থাপনা) নামে ফসল ভিত্তিক স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ সৃষ্টি করা হয়। কিন্তু একই কৃষকের জন্য বিভিন্নমুখী/ রকম সম্প্রসারণ বার্তা ও কর্মকান্ড মাঠ পর্যায়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮২ সালে ফসল প্রযুক্তি সম্প্রসারণে নিয়োজিত ছয়টি সংস্থা যথা ডিএ(ইএন্ডএম), ডিএ(জেপি), উদ্ভিদ সংরক্ষণ পরিদপ্তর, হর্টিকালচার বোর্ড, তামাক উন্নয়ন বোর্ড এবং সার্ডি একত্রিভূত করে বর্তমান কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। কৃষি বিভাগ ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত প্রবর্তিত ''প্রশিক্ষণ ও পরিদর্শণ (টিএন্ডভি)'' পদ্ধতির মাধ্যমে এবং ১৯৯০ সালের পর হতে অদ্যাবধি দলীয় সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশের কৃষি ও কৃষককে অত্যন্ত সফলতা ও সুনামের সাথে সেবা প্রদান করছে। পরিকল্পিত এবং অংশিদারীত্বমূলক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য ১৯৯৬ সালে নতুন কৃষি সম্প্রসারণ নীতি (এনএইপি) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ৮টি উইং এর সমন্বয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভাগীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

রূপকল্প (Vision)

টেকসই, নিরাপদ ও লাভজনক কৃষি

অভিলক্ষ্য (Mission)

শস্য বহুমূখীকরণ, পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লাভজনক কৃষির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

1. ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
2. কৃষি উপকরণের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধি
3. কৃষি ভূ-সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ
4. কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন
5. কর্ম ব্যবস্থাপনায় পেশাদারীত্বের উন্নয়ন

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহঃ

1. কার্য পদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
2. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা

3. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
4. দক্ষতার ও নৈতিকতার উন্নয়ন
5. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন জোরদার করা

কার্যাবলী

- কৃষকের মাঝে উন্নত ও প্রচলিত লাগসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধি;
- কৃষি উপকরণের (সার, বীজ ও বালাইনাশক) সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবংকীটনাশক, রাসায়নিক সার ইত্যাদির মান নিয়ন্ত্রণ ও সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;
- মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষায় জৈব সারের (কম্পোস্ট, ভার্মি কম্পোস্ট, সবুজসার) উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন এবং ভূউপরিস্থ পানির (Surface Water) ব্যবহারে উৎসাহিতকরণ'
- কৃষক পর্যায়ে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংরক্ষন ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন, উত্তম কৃষি কার্যক্রম প্রবর্তন ও নিরাপদ উৎপাদনক্ষম কৃষির জন্য IPM/ICM দল গঠন
- কৃষি উন্নয়নে নারীকে সম্পৃক্তকরণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- উদ্যান ফসল সম্প্রসাণে ফল ও সব্জির চারা/কলম উৎপাদন ও বিতরন, উচ্চমূল্য ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং কৃষিপণ্য আমদানি ও রপ্তানিকরণে মান নিয়ন্ত্রণ
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদনে যে বিরূপ প্রভাব তা মোকাবেলায় কৃষকদের প্রয়োজনীয় কৃষি প্রযুক্তি ও ঘাতসহিষ্ণু জাত সম্প্রসারন, কৃষিঋণ প্রাপ্তিতে কৃষককে সহায়তা দান, দুর্যোগ মোকাবিলা ও কৃষি পুনর্বাসন
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণে সম্প্রসারণ সেবা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে যন্ত্রপাতি সরবরাহ।

খ) জনবলঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রধান হিসেবে রয়েছেন মহাপরিচালক। দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে ৮টি উইং রয়েছে। সরেজমিন উইংয়ের আওতায় সারাদেশে ১৪টি অঞ্চল, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা, ১৫টি মেট্রোপলিটন অফিস ও ১৪০৩২টি ব্লক পর্যায়ে অধিদপ্তরের কর্মকান্ড বিস্তৃত রয়েছে। প্রশিক্ষণ উইংয়ের আওতায় ১৮টি কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এটিআই), হর্টিকালচার উইংয়ের আওতায় ৭৬ টি হর্টিকালচার সেন্টার ও একটি মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট রয়েছে। উদ্ভিদ সংগনিরোধ উইংয়ের আওতায় ৩০টি উদ্ভিদ সংগনিরোধ কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের পূর্ণগঠিত সাংগঠনিক কাঠামোতে মোট পদ সংখ্যা ২৬,০৪২ । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ৩৭৬ জন কর্মকর্তা ও ৩৩ জন কর্মচারী পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়েছে এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মকর্তা ২৯৮ জন ও কর্মচারী ৮৭২ জন। নিম্নে গ্রেড অনুযায়ী ছকে প্রতিষ্ঠানের জনবলের বিবরণ প্রদান করা হল

জনবল সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	জনবল			মন্তব্য
		অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য	
১	গ্রেড ১	১	১	০	
২	গ্রেড ২	৮	৮	০	
৩	গ্রেড ৩	৪৫	৪৪	১	
৪	গ্রেড ৪	-	-	-	
৫	গ্রেড ৫	৩১২	৩০৮	৪	
৬	গ্রেড ৬	১২৫৩	৮৪৮	৪০৫	
৭	গ্রেড ৭	-	-	-	
৮	গ্রেড ৮	-	-	-	
৯	গ্রেড ৯	১২৯৮	৭৭৪	৫২৪	
১০	গ্রেড ১০	৫৪৭	৩৫৮	১৮৯	
১১	গ্রেড ১১	১৪৯০১	১১৯৫১	২৯৫০	

১২	গ্রেড ১২	৬	৬	০	
১৩	গ্রেড ১৩	৩৪৩	৫৮	২৮৫	
১৪	গ্রেড ১৪	৮৩০	৩৭০	৪৬০	
১৫	গ্রেড ১৫	১	১	০	
১৬	গ্রেড ১৬	১৯২০	১০০৯	৯১১	
১৭	গ্রেড ১৭	১৯	১৯	০	
১৮	গ্রেড ১৮	৫০২	২৭৩	২২৯	
১৯	গ্রেড ১৯	১৭	১৭	০	
২০	গ্রেড ২০	৩৭১১	২৭৭১	৯৪০	
আউট	সোর্সিং	৩২৮	০	৩২৮	
	মোট	২৬০৪২	১৮৮১৬	৭২২৬	

গ) মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর হতে ৬৮তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২৫২ জন কর্মকর্তা অংশ গ্রহণ করেন। ৪ বছর মেয়াদী কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ১৮ টি সরকারী এটিআই ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৬৯২৭ জন ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে। নিম্নে প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ উন্নয়নের তথ্য প্রদান করা হলঃ

প্রশিক্ষণ

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	প্রশিক্ষণ					মন্তব্য
		অভ্যন্তরীন	বৈদেশিক	ইন হাউজ	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	১০৭৯৮	-	-	৮২৫	১১৬২৩	
২	গ্রেড ১০	২২৬৪৮	-	-	-	২২৬৪৮	
৩	গ্রেড ১১-২০	৬৯৫	-	৭৮	-	৭৭৩	
	মোট	৩৪১৪১	-	৭৮	৮২৫	৩৫০৪৪	

ছক-২ (খ) : মানবসম্পদ উন্নয়ন (উচ্চ শিক্ষা)

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		পিএইচডি	এম.এস	অন্যান্য	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	-	-	-	-	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	-	-	-	-	

বৈদেশিক সেমিনার/ ওয়ার্কশপ/এক্সপোজার ভিজিট

ক্রমিক নং	গ্রেড নং	উচ্চ শিক্ষা				মন্তব্য
		সেমিনার	ওয়ার্কশপ	এক্সপোজার ভিজিট	মোট	
১	গ্রেড ১-৯	৯	৫	২২২	২৩৬	
২	গ্রেড ১০	-	-	-	-	
৩	গ্রেড ১১-২০	-	-	-	-	
	মোট	৯	৫	২২২	২৩৬	

ঘ) প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

ক্রমিক নং	ফসলের নাম	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ মেট্রিকটন)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	মন্তব্য
১	ক) আউশ	২৭.০২	২৯.২০২	ডিএই প্রাক্কলিত
	খ) আমন	১৪০.৮৩৯	১৫৩.৩৬৩	”
	গ) বোরো	১৯৬.২৩০	২০৩.৮২৫	”
	মোট চাল	৩৬৪.০৮৯	৩৮৬.৩৯০	”
২	গম	১২.৮৭	১১.৪৮৬	”
৩	ভুট্টা	৩৮.২৭৪	৪৬.৯৩০	”
৪	আলু	৯৯.৯৬০	১০৯.৪৯১	”
৫	মিষ্টি আলু	৮.০২৩৮	৭.০১৩৭৫	”
৬	পাট	৮৮.৪০০	৭৪.৩৯৮	”
৭	সবজি	১৬৪.৫৯	১৭২.৪৭২	”
		তৈল জাতীয় ফসল		
৮	সরিষা	৭.৩৫	৬.৮৩	”
৯	চীনাবাদাম	১.৬৮	১.৫৮	”
১০	তিসি	০.০৫০	০.২৭	”
১১	তিল	০.৯৩	০.৭৬	”
১২	সয়াবিন	১.৪৪	১.৪২	”
১৩	সূর্যমূখি	০.৬৫	০.০৩	”
	মোট তেল	১২.১০	১০.৮৯	”
		ডাল জাতীয় ফসল		
১৪	মসুর	৩.৫১	২.৫২	”
১৫	ছোলা	০.৮২	০.০৫	”
১৬	মুগ	৩.০০	২.৭৮	”
১৭	মাসকলাই	০.৮৭	০.৩২	”
১৮	খেসারি	৩.৭৬	২.৯৯	”
১৯	মটর	০.১৩	০.১৫	”
২০	অড়হড়	০.০১	০.০১	”
২১	ফেলন	০.৭৮	০.৫৬	”
	মোট ডাল	১২.৮৩	৯.৩৮	”
		মসলা জাতীয় ফসল		
২২	পিঁয়াজ	২৩.৭৬	২৬.২০	”
২৩	রসুন	৭.১৩	৬.১৩	”
২৪	ধনিয়া	০.৬১	০.৫৬	”
২৫	মরিচ	৩.১৩	৩.৭৭	”
২৬	আদা	২.৩৪	১.৯৩	”
২৭	হলুদ	১.৬৮	১.৮৩	”
২৮	কালিজিরা	০.১৯	০.১৪	
	মোট মসলা	৩৮.৮৪	৪০.৫৫	”

- পাটের উৎপাদন লক্ষ বেল।

উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

খাদ্য শস্য উৎপাদনঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট দানাদার শস্যের (চাল- ৩৮৬.৩৯০+গম- ১১.৪৮৬+ভুট্টা- ৪৬.৯৩০) উৎপাদন হয়েছে ৪৪৪.৮০৬ লক্ষ মে.টন, ডাল জাতীয় ফসলের উৎপাদন হয়েছে ৯.৩৮ লক্ষ মে.টন, তেল জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ১০.৮৯ লক্ষ মে.টন, আলু উৎপাদন হয়েছে ১০৯.৪৯ লক্ষ মে.টন, মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদন হয়েছে ৪০.৫৫ লক্ষ মে.টন এবং পাট উৎপাদন হয়েছে ৭৪.৩৯৮ লক্ষ বেল।

প্রণোদনা –পুনর্বাসন কার্যক্রমঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রোপা আমন মৌসুমে বন্যার সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে কলার ভেলায় ভাসমান বীজতলা তৈরি নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজ বিতরণ এবং নাবী জাতের রোপা আমন ধানের বীজতলা তৈরি, চারা উত্তোলন ও বিতরণ কর্মসূচির আওতায় ৪৬টি জেলায় ১১৬০০ জন কৃষকের মধ্যে ১০৭.২১২৫০ লক্ষ টাকা প্রণোদনা-পূর্ণবাসন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে রবি মৌসুমে কৃষি প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলায় ৭২২৪৮০ জন কৃষকের মধ্যে ৭৯৯৯.৮২৪৯০ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬৪টি জেলায় ৪২৯১৭৮ জন কৃষকের মধ্যে ৩৭৫৫.৩০৭৫ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে খরিপ-১ মৌসুমে মাসকলাই এর পরিবর্তে আউশ প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ২৯টি জেলায় ৩০০৪৮ জন কৃষকের মধ্যে ২৬২.৯২৩০ লক্ষ টাকা কৃষি প্রণোদনা দেয়া হয়েছে।

রাজস্বখাতে প্রদর্শণীঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রবি, খরিফ-১ ও খরিফ-২ মৌসুমে রাজস্ব অর্থের আওতায় আউশ ধান, রোপা আমন, বোরো ধান, ভুট্টা (হাইব্রিড), বার্লি, চীনাবাদাম, গ্রীষ্মকালীন মুগ, ফ্রেঞ্চ বীন, বিটি বেগুন, পেঁয়াজ, কালোজিরা, মিষ্টিআলু, পানিকচু, কুমড়াজাতীয় ফসলের সেক্স ফেরোমন ফাঁদ, ভার্মি কম্পোষ্ট, সবুজ সার হিসেবে ধৈঞ্চা আবাদ প্রদর্শণী এবং ধান ফসলের জমিতে আলোক ফাঁদ স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায়৩৫৩৫৬৫ জন কৃষকের মাঝে ৫৯৩৯.৫১৪৫০ টাকা ব্যয়ে ৮০৩৪০টি প্রদর্শনী স্থাপন করা হয়েছে।

সারজাতীয় পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার করণঃ

- বিগত জুন/২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত 'সার আমদানি ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ৩১৫টি,' সার উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নিবন্ধন ১৯টি, 'সার সংরক্ষণ, বিতরণ/বিপণন নিবন্ধন' ৬৫টি প্রদান করা হয়েছে।
- এছাড়াও দেশে উৎপাদিত জৈব সার বাজারজাতকরণে ৮টি প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধন করা হয়েছে।

উদ্যান ফসলের সম্প্রসারণঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭৬টি হর্টিকালচার সেন্টারের মাধ্যমে ১৯৭৩১৮৪ টি ফলের চারা, ৮৩১৯৫৫টি ফলের কলম, ৩৩২৬৮৯ টি মসলার চারা, ৩৬৭৪৩৩৪ টি গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজির চারা, ৬২৭২৩ টি ওষধি চারা, ৮৬৫৮৪ টি নারিকেল চারা উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া সবজি বীজসহ অন্যান্য (মসলা, কন্দাল, লিগিউম, ফলজ ও ফুল) বীজের মোট উৎপাদন হয়েছে ১০২৭ কেজি এবং মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মাশরুম স্পন উৎপাদিত হয়েছে 34013 কেজি।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ফল-সবজির চারা/কলমসহ বিভিন্ন বীজ ও অন্যান্য চারা/কলম ও দ্রব্যাদির বিক্রয় বাবদ হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের মাধ্যমে মোট রাজস্ব আয় অর্জিত হয়েছে ৪,৭১,৪৭,৫৭৪ টাকা। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।

নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে গৃহীত কার্যক্রমঃ

- সমন্বিত বালাইব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ কর্মী কাজ করে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ (আলোক ফাঁদ, হলুদ/সাদা ফাঁদ, ফেরোমন ফাঁদ), পার্চিং, প্যাকিং, ব্যগিং কৌশল ব্যবহার করে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছ।

দুর্যোগঝুকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনীত অভিযোজন কার্যক্রমঃ

- উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ত এলাকায় ব্রিধান-৪৭, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৬১, বিনা ধান-৮ ও বিনা ধান-১০ সম্প্রসারণ, বন্যাপ্রবণ এলাকায় ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২ এবং খরা এলাকায় বিনা ধান-৭ ও ব্রিধান-৩৩, ব্রিধান-৩৯, ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয়করণ ও সফলভাবে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।
- গমের তাপ সহিষ্ণু জাত বারি গম-২৬, বারি গম-২৭, বারি গম-২৮, বারি গম-৩০ এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত বারি গম -২৫ সম্প্রসারণের ফলে গমের একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

- ভাসমান পদ্ধতিতে সবজি ও মসলা চাষ সম্প্রসারণ করে সবজি ও মসলা উৎপাদন বৃদ্ধি করা হয়েছে যা world heritage হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

কৃষি যান্ত্রিকীকরণঃ

- দেশের ৫১টি জেলার কৃষকদের মাঝে কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করা হয়েছে।
- হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকার কৃষক/কৃষকদলকে কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে ৭০% এবং অন্যান্য এলাকার কৃষক/কৃষকদলকে কৃষিযন্ত্র ক্রয়ে ৫০% হারে উন্নয়ন সহায়তা (ভর্তুকি) প্রদান করা হচ্ছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আওতায় পাওয়ার থ্রেসার- ১,০৪৫টি, রিপার- ১৭৬৯টি, ফুটপাম্প- ১০০টি, সিডার- ৩৬১টি, কম্বাইন হারভেস্টার- ৭৬৯টি এবং রাইস ট্রান্সপ্ল্যান্টার- ১১৪টি বিতরণ করা হয়েছে।

ই-কৃষি সম্প্রসারণঃ

- ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম 'কৃষি বাতায়ন' এবং' কৃষকবন্ধু' ফোন সেবার মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক সব ধরনের তথ্য প্রদান চলমান আছে।।
- মাঠ পর্যায়ে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তাদের উদ্ভাবিত- ২৭টি উদ্ভাবন রয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, ই-বালাইনাশক প্রেসক্রিপশন, কৃষি বায়োস্কোপ ও কৃষি বাতায়ন ।

উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানি ও রপ্তানিঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন ফি, আমদানি লাইসেন্স, ফরমূলেশন লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স, রিপ্যাকিং লাইসেন্স, বাজারজাতকরণ লাইসেন্স, পেস্ট কন্ট্রোল লাইসেন্স ফি, কীটনাশক পরীক্ষা ফি, রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স নবায়ন ফি বাবদ মোট ৩,৯২,৮৯,৮৪২/- রাজস্ব আয় হয়েছে। যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।
- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য আমদানির জন্য আমদানি অনুমতিপত্র (Import Permit) প্রদান ও রপ্তানির জন্য উদ্ভিদ স্বাস্থ্য সনদ পত্র (Phytosanetary Certificate) প্রদান বাবদ মোট আমদানি ও রপ্তানি আয় হয়েছে ৬৭,৯৭,১৬,৪৫৮/-টাকা । যা সরকারী কোষাগারে জমা হয়েছে।
- মানসম্পন্ন কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২৭৭ টি উদ্যান ফসল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান এর নিবন্ধন সম্পন্ন হয়েছে।

নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনঃ

- বিভিন্ন প্রকল্প এর মাধ্যমে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নারী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে খাদ্যশস্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দেশের কৃষক পরিবারের প্রায় ৩০% নারীকে প্রত্যক্ষ/পরোক্ষভাবে কৃষিকাজে সম্পৃক্ত করেছে।

কার্ডের মাধ্যমে ব্যাংক একাউন্টঃ

- কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা- ২,০৫,৯৯,৮৬৯ জন তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের সংখ্যা- ১,৯২,৩৪,৬৩৯ জন এবং মহিলা কৃষকের সংখ্যা- ১৩,৬৫,২৩০ জন এবং ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০৭,৩৬,৬৩৫টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ১,০১,০৯,৭৪৪টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৬,২৬,৮৯১টি । বর্তমানে সচল ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯৫,৮১,০৬৪টি তন্মধ্যে পুরুষ কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৯০,৫৩,৩৯৬টি এবং মহিলা কৃষকের ব্যাংক একাউন্ট সংখ্যা- ৫,২৭,৬৬৮টি ।

কৃষক/কৃষাণী প্রশিক্ষণঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৫,৬২,৫৭৫ জন কৃষক ও ২,১৮,৭১৯ জন কৃষাণীসহ মোট ৭,৮১,২৯৪ জন কৃষককে বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষন দেয়া হয়েছে।

অন্যান্য কার্যক্রমঃ

- প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ (প্রদর্শনী, মাঠ দিবস, চাষি র‌্যালি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ, প্রযুক্তি মেলা, কর্মশালা ইত্যাদি) এবং প্রতিটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শতকরা ৩০ ভাগ কৃষাণীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।
- সেচের পানি অপচয় রোধে ক্রমান্বয়ে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতি-সহ অন্যান্য সেচসহায়ক কার্যক্রম জোরদারকরণ।
- দুর্যোগ বিষয়ক যাবতীয় তথ্য এবং দিক নির্দেশনা ডিএইর ওয়েব সাইটে মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের জনবল এবং কৃষকদের অবহিত করা।
- মাঠ পর্যায়ে সার সরবরাহ ও বিতরণ পরিস্থিতি মনিটরিং জোরদার এবং সুষম সার ব্যবহারে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা।
- উচ্চ মূল্যের ফসল চাষাবাদের মাধ্যমে ফসলের বহুমুখীতা ও নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ ও কৃষি যান্ত্রিকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ কমিয়ে আনার উদ্যোগ নেয়া ।
- নিরাপদ ফসল উৎপাদনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM), সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা (IFMC) এর মাধ্যমে কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সংগঠন তৈরীর কাজে উৎসাহিত করা ।

- অধিকতর ক্ষতিকারক বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদানে সতর্কতা অবলম্বন এবং কম ক্ষতিকর ও পরিবেশ বান্ধব বালাইনাশক রেজিস্ট্রেশন প্রদান উৎসাহিত করা ।
- দেশ-বিদেশের গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত ফল, ও সবজির জাতগুলো সংগ্রহ করে, সেজাতগুলো এদেশের মাটি ও আবহাওয়া উপযোগিতা যাচাই করে উপযোগি জাত সমূহ দ্বারা মাতৃবাগান সৃজন করা এবং সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন (আগাম, নাবি) বিভিন্ন ফলের গাছ মাতৃগাছ হিসেবে চিহ্নিত করে সেখান থেকে সায়ন চারা কলম তৈরি করে ওই সব জাতের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করা।

৬) উন্নয়ন প্রকল্পঃ

- ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় কৃষি বহুমূখীকরণ ও নিবিড়করণ, চাষী পর্য়ায়ে মানসম্মত বীজ প্রাপ্তি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা, খামার পর্য়ায়ে উন্নত পানি ব্যবস্থাপনা, ভূ-গর্ভস্থ পানি সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার, খামার যান্ত্রিকীকরণ, বছর ব্যাপি ফল উৎপাদনে পুষ্টি উন্নয়ন, সম্মন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (আইপিএম) কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন, অঞ্চল ভিত্তিক বৈষম্য দূরিকরণ, দুর্য়োগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন বা খাপ খাওয়ানোর নিমিত্ত ২৭ টি প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান/বাস্তবায়িত করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২৭টি প্রকল্পের মোট আরএডিপিতে বরাদ্দ ৭১৩.১০ কোটি টাকা, তম্মধ্যে মোট ব্যয় হয়েছে ৬৯৬.২৮ কোটি টাকা।

১। ন্যাশনাল এগ্রিকালচার টেকনোলাজি প্রোগ্রাম -২য় পর্যায় (এনএটিপি-২)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রধান প্রধান ফসলের (ধান, গম,আলু, টমেটো ও কলা ইত্যাদি) উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা। সিআইজি গঠন ও নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ, মানসম্পন্ন ফলের চারা/কলম উৎপাদন। কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বাজার প্রবেশাধিকার ব্যবস্থার উন্নয়ন। প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিস্তার ও গ্রহণে কৃষি গবেষণা, সম্প্রসারণ সেবা এবং কৃষকের সক্ষমতা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাস। ভ্যালু চেইন ও বাজার সংযোগ কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যমান/নবগঠিত কৃষক গ্রুপ ও প্রডিউসার অর্গানাইজেশন (PO)-সমূহের স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৫-সেপ্টেম্বর/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫২৬৫৫.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫৭ টি জেলার ২৭০ টি উপজেলা ও ২৭১৫টি ইউনিয়ন।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৫২২৬.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৫০৯৩.৪৩ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: জাতীয় প্রশিক্ষণ ৮৪০১৯০ জনদিন, মাঠ দিবস ৬১৫৪টি, এক্সপোজার ভিজিট ২৭০জন, কৃষক প্রশিক্ষণ ৮২০১৮০ জনদিন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ১৭২০ জনদিন, এসএএও প্রশিক্ষন ৮৫৮০ জনদিন, বিদেশ শিক্ষা সফর/প্রশিক্ষন ১৩ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৫৯৯৬ টি, প্রদর্শনী স্থাপন ৪৮১৭০ টি, জাতীয় কর্মশালা ১টি।

২। বাংলাদেশ ফাইটোসেনিটেরি সামর্থ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যঃ বাংলাদেশের কৃষিকে রক্ষা করার জন্য আমদানিকৃত উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্যের সাথে পরিবাহিত হয়ে যাতে বিদেশি পোকামাকড় ও রোগবালাই প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে নিরাপদ ও ঝুকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিৎকরণ এবং আন্তর্জাতিক বিধি বিধান (IPPC এবং WTO-SPS Agreement) অনুসরণ পূর্বক বিদেশে উদ্ভিদ ও উদ্ভিদজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে রপ্তানি কার্যক্রম গতিশীল ও বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১২ -জুন/১৯
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৮৩২০.১৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ১৩ টি জেলার ১৫টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৪৪৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩৩২১.৫১ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, বিদেশ প্রশিক্ষণ ১০ জন, বিদেশ শিক্ষা সফর ১০জন, সেমিনার/ ওয়ার্কসপ ৪টি।

৩। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প, ডিএই অংগ:

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ এলাকা ভিত্তিক আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, শস্য উৎপাদন নিবিড়করণ ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো। সবজি বাগান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চাষী পরিবারের আয় বৃদ্ধি ও অপুষ্টি দূরীকরণ। জৈব ও অজৈব সারের ব্যবহারের মাধ্যমে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করা । দল ভিত্তিক সম্প্রসারণ কর্মকান্ডের মাধ্যমে কৃষকের সক্ষমতা বাড়ানো। খামার যান্ত্রিকীকরণ ও আধুনিক কলাকৌশলের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ। গ্রামীণ ও বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩ -জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭৫১১.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮৬৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৬২.১৭৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্প দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯টি জেলার ৫৮টি উপজেলায় পতিত জমির সদ্বব্যবহার, নতুন লবণাক্ততা সহিষ্ণু জাত, ফসল আবাদ ও চাষাবাদের নতুন কৌশল ব্যবহার করে আবাদি এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে কাজ করছে। কৃষক প্রশিক্ষণ ৮৭০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১০০৪টি, প্লানিং একটিভিটি ওয়ার্কশপ ১টি, রিভিউ ওয়ার্কশপ ৯টি, মটিভেশনাল ট্যুর ১২টি, পাওয়ার থ্রেসার ৪৯৫টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ, কৃষি মেলা ৬টি।

৪। ব্লু গোল্ড কর্মসূচীর আওতায় কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প ,ডিএই অংগ।

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন বাড়ানো।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৩-ডিসেম্বর/২০

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৩৯৫.৭৫ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি জেলার ২৫টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৭০.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৬৭.৫১৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী ১৫০টি, মেলা ২টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১টি, কর্মশালা ১২টি, এসএএও প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ ।

৫। খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প-২য় পর্য়ায়:

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পশুশক্তি ও মারাত্মক শ্রমিক সংকটের প্রেক্ষিতে কৃষক পর্যায়ে খামার যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই করা। খামার পর্যায়ে লাগসই কৃষি যন্ত্রপাতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন খরচ হ্রাস, শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য অপচয় কমিয়ে আনা। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংশ্লিষ্ট স্টেইক হোল্ডারদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/১৯

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৩৯৪৩.৯৬ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলা ও উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৮২২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৭৯৮.৭৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : মেকানিক প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মশালা ১টি, কৃষি মেলা ১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১৯টি, প্রদর্শনী ১৫৫৪টি, যান্ত্রিকী খামার প্রদর্শনী ৭টি।

৬। উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষন (৩য় পর্যায়) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রাতিষ্ঠানিক কৃষক প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কৃষকের পরিকল্পিত, বাস্তবধর্মী ও হাতে কলমে প্রশিক্ষন এর মাধ্যমে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন, সম্প্রসারণ কর্মীদের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কৃষি গবেষণা লব্ধ ফলাফল ও মাঠ পর্যায়ের ফলাফলের মধ্যে ফলন পার্থক্য কমানো।

প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২২

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩১৪২৯.০০ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭২৬২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭২৪৭.১৬০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : বিদেশ শিক্ষা সফর ৩ ব্যাচ, কৃষক প্রশিক্ষণ ২২১৭ ব্যাচ, কর্মশালা ৩ টি, মাঠ দিবস ৫০টি, ব্লক প্রদর্শনী ৩১৮টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ৫৫ টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ ও এসএএও প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ।

৭। বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চল কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আধুনিক ও টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শস্য নিভিড়তা বৃদ্ধি, সামগ্রিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ সেবা ও মানব সম্পদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, সকল শ্রেণির কৃষক পরিবারের পুষ্টিগত অবস্থার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ পদ্ধতির সক্ষতমতা বৃদ্ধি, প্রকল্প কার্যক্রমে ৩০% মহিলা সম্পৃক্তকরণ।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৭৯৮.৭৩ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ যশোর অঞ্চলের ৬টি জেলা ও ৩১ টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭৬৯.০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৫৭.৫২৪ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৮৬ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, বৈদেশিক শিক্ষা সফর ৯ জন, মাঠ দিবস ২০০টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩টি, কৃষি মেলা ৬টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, প্রদর্শনী ১৯৩৮টি।

৮। খামার পর্যায়ে পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ মাঠ পর্যায়ে যথোপযুক্ত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেচ পানির অপচয় কমিয়ে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ ও সেচ খরচ কমানো। সেচ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী, চালক বা মেরামতকারীদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩-জুন/২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৮৯৩.০০ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৫ টি জেলার ১৩৪টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৫৪৩.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৫৩৯.৯০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষন ৪১৩ ব্যাচে ১২৩৯০ জন, গ্রামীণ মেকানিক প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচে ৩০০ জন, কারিগরি কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ২ ব্যাচে ৬০ জন, শিক্ষাসফর (বৈদেশিক) ১ ব্যাচ, পানি ব্যবস্থাপনা প্রদর্শনী ২৯৫২টি, মাঠ দিবস ৪১৩টি, কৃষক মাঠ স্কুল ১২৩টি, সেচ নালা নির্মান ১২৩টি।

৯। নগর কৃষি উৎপাদন সহায়ক (পাইলট) প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ বিদ্যমান বাড়ির ছাদ, স্কুল কলেজ প্রাঙ্গানের অনাবাদি জায়গা এবং সহজলভ্য সম্পদের সদ্বব্যবহার এর মাধ্যমে নগর কৃষি উন্নয়ন, পারিবারিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সবুজায়ন, সর্বোপরি নগর পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৩০.১৮টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ঢাকা জেলার মেট্রোপলিটান কৃষি অফিস ৬টি ও সাভার পৌরসভা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৩০.০০লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২২৮.৯০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রশিক্ষণ ১৯ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩২৩টি, সেচ অবকাঠামো ২০০টি।

১০। গোপালগঞ্জ, খুলনা, বাগেরহাট,সাতক্ষিরা ও পিরোজপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ
প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ শস্য নিবিড়তা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, উপযুক্ত শস্য জাত,মানসম্পন্ন বীজ, যথাযথ মাটির স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, জৈব সার ও জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ফসলের গড় ফলন পার্থক্য হ্রাস, আয়বর্ধক কাজে ৫% মহিলাদের সম্পৃক্তকরণ।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৩৪০.৭৯ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫টি জেলার সকল উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬২০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬১৮.৩০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১৯৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী ১৯৮৯টি, মাঠ দিবস ৭৮টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, ডাবল কেবিন পিক আপ ৩টি।

১১। নিরাপদ উদ্যানতাত্বিক ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহোত্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ উদ্যান ফসল উৎপাদন, সংগ্রহোত্তর ব্যবস্থাপনা ও মূল্য সংযোজন, দক্ষতা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধি তথা দারিদ্র্ বিমোচন, মহিলাদের কর্মসংস্থান ও ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২০
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩৬০.৯৯ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৭টি জেলার ৫২টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৮০৪.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭৯৩.৬৭ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : কৃষক প্রশিক্ষণ ১২০২ জন, প্রদর্শনী ২৫৫২টি, মাঠ দিবস ১৯৮টি, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ, আঞ্চলিক কর্মশালা ৩টি।

১২। নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, চট্টগ্রাম ও চাঁদপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রমাণিত প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা, মাঠ পর্যায়ের কার্যকরী সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য কৃষি কর্মী ও কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি করা, কৃষি উৎপাদন কার্যক্রমে মহিলাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
প্রকল্পের মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৯৪৩.১৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৫টি জেলার সকল উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬৩০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬০৩.৩৯ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম : প্রদর্শনী ২৯৯৮টি, মাঠ দিবস ১০০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪২টি, যানবাহন ক্রয় ৩টি।

১৩। সমন্বিত কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিৎকরণ প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনশীলতা এবং শস্যের নিবিড়তা ১৫-২০ % বৃদ্ধি । (২) কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে কৃষির উন্নয়ন এবং কৃষক গ্রুপ গঠন ও বিদ্যমান কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং বিদ্যমান শস্য বিন্যাসের মধ্যে উচ্চমূল্যে ফসল ও স্বল্প পানি চাহিদার শস্য আবাদের মাধ্যমে বহুমূখী শস্য আবাদ এলাকা বৃদ্ধি করা। । (৩) কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিভিন্ন কৌশলের মাধ্যমে চর, হাওর ও দারিদ্র প্রবণ এলাকায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৪- জুন/২০।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯৭২৮.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২২০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২১৮৯.০১ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বিভিন্ন ফসলের প্রদর্শনী ৩৬৩৭ টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩৯৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৬ ব্যাচ, কর্মচারী প্রশিক্ষণ ৪৪ ব্যাচ, কর্মশালা ১০টি, মেলা ১১টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৩৪ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ বিদেশ ২ ব্যাচ, রিপার ৪৭৬ টি, সিড ড্রায়ার ১৮৪টি।

১৪। সিলেট অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প,

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ টেকসই কৃষি প্রযুক্তি অভিযোজনের মাধ্যমে অনাবাদী কৃষি জমি কাজে লাগিয়ে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা। উন্নত জাত, মানসম্পন্ন বীজ, বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষি ভিত্তিক পরিচর্যা ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ফলন ব্যবধান কমানো।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ মার্চ/১৫- জুন/১৯
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৫১৯.১০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪ টি জেলার ৩০টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৬২৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৫৬১.৫৪ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: মাঠ দিবস ৬১টি, কৃষি মেলা ৩০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৫৪০ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৩৮০৩ টি, সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ ৯ টি, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৪০ টি, এক্সপোজার ভিজিট ১ ব্যাচ।

১৫। বছরব্যাপী ফল উৎপাদনের মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ১) দেশের ৩টি পাহাড়ি জেলা সহ অন্যান্য জেলার অসমতল ও পাহাড়ি জমি এবং উপকূলীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের অব্যবহৃত জমি ও বসতবাড়ির চার পাশের জমিকে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের আওতায় এনে উদ্যান ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সমতল ভূমিতে অন্যান্য মাঠ ফসলের উৎপাদনের সুযোগ অক্ষুন্ন রাখা। (২) দেশিয় ও রপ্তানিযোগ্য ফসলের ক্লাস্টার/ক্লাব ভিত্তিক উৎপাদন বিদ্যমান হর্টিকালচার সেন্টার সমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন এবং প্রস্তাবিত নতুন হর্টিকালচার স্থাপনের মাধ্যমে মান সম্পন্ন ও নতুন জাতের চারা/কলম উৎপাদন বৃদ্ধি । (৩) প্রদর্শনী ও অন্যান্য টেকসই পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যান ফসলের আধুনিক প্রযুক্তিসমূহ চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা। (৪) নারীর ক্ষমতায়ন, আয় বৃদ্ধি এবং উদ্যান বিষয়ে কাজের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৫- জুন/২১।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৯৯২৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪৮টি জেলার ৩৮৮টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৭২৫০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৭১৮১.৩৯ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: আঞ্চলিক ওয়ার্কশপ ৪টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৪৯৩ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৯৭২৮ টি,এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ৮ ব্যাচ, বিদেশ শিক্ষা সফর ৪ ব্যাচ, মটর সাইকেল ক্রয় ১০টি, স্পিড বোট ক্রয় ১টি, পাওয়ার টিলার ৪০টি, ভুমি ক্রয়।

১৬। **ইউনিয়ন পর্যায় কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ (পাইলট) প্রকল্প,**

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সাফল্যজনকভাবে ফসল উৎপাদন ও কৃষকের দোড়গোড়ায় আধুনিক সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এসএএওদের জন্য ২৪টি অফিস-কাম-রেসিডেন্স, ইনপুট স্টোরেজ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, অফিস চত্বরে মাতৃবাগান স্থাপন, দূর্যোগপ্রবন এলাকায় দুর্যোগকালীন জরুরী আশ্রয় সুবিধা প্রদান।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৬-জুন/১৯ ।
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫০৭৭.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২১টি জেলার ২৪ টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৪০০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৩৯৯.০২ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: যন্ত্রপাতি ক্রয়, আসবাবপত্র ক্রয়, ভবন নির্মাণ , বৈদ্যুতিক স্থাপনা, ভুমি ডেভেলপমেন্ট।

১৭। কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়),

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ ইউনিয়ন ভিত্তিক বীজ এসএমই স্থাপনের মাধ্যমে কৃষক পর্যায়ে উন্নত বীজ নিশ্চিতকরণ। উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগে ডাল,তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি। ডাল, তেল ও মসলা আমদানি হ্রাসের মাধ্যমে বৈদেশিক

মুদ্রার সাশ্রয়। মৌ চাষের মাধ্যমে ফসলের ফলন বৃদ্ধি এবং গ্রামিন কর্মসংস্থান সৃষ্টি। সুষম মাত্রায় ডাল, তেল ও মসলা সরবরাহ করে মানব স্বাস্থ্যের পুষ্টি নিশ্চিত করা । উন্নত মানের বীজ ব্যবস্থাপনায় ও মৌ চাষে মহিলাদের অংশ গ্রহণে গ্রামিণ দারিদ্র হ্রাস। শস্য বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা ফসল অন্তর্ভুক্ত করে পানি সাশ্রয় ও মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭ -জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৬৫২৫.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ বাংলাদেশের সকল জেলার সকল উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দঃ ৪৩৩০.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪৩২২.৮৬ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: বীজ উৎপাদন ব্লক ৮১৮৯ টি, মাঠ দিবস ৩০৫৫টি, ওজন মেশিন ৩০৫৭টি, সেলাই মেশিন ৩০৫৭টি, কর্মশালা ১৪ টি, বীজ সংরক্ষণ পাত্র ১২২২০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১৪৫ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ ৭৬ ব্যাচ, বীজ প্যাকিং ব্যাগ ১৬৫৫০০ টি।

১৮। সৌর শক্তি ও পানি সাশ্রয়ী আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলট প্রকল্প

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ সেচ কাজে সৌরশক্তি ব্যবহার করে জ্বালানি তেল/বিদ্যুৎ সাশ্রয় (৯৫-১০০%)। আধুনিক পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে সেচ দক্ষতা উন্নয়ন। ভূ-উপরিস্থ পানির নূন্যতম ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা । ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারেও উৎসাহিত করে প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সেচ খরচ কমানো। আধুনিক খামার ব্যবস্থাপনা ও পানি ব্যবহার সম্পর্কে কৃষকদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা এবং সচেতন করে তোলা। সমন্বিত সেচ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামিণ জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৬৫৭০.৩৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৪১ টি জেলার ১০০টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৯৮৭.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৯২০.৪৬ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: সোলার সেচ প্রদর্শনী ১৭ টি, ড্রিপ সেচ প্রদর্শনী ১০০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ১০০ ব্যাচ, মেকানিক প্রশিক্ষন ৪ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষন ৪ ব্যাচ, উদ্বুদ্ধকরণ ভ্রমণ ১০ ব্যাচ, মাঠ দিবস ১৬০টি, ভূগর্ভস্থ সেচ নালা ১০০টি।

১৯। ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্প এলাকায় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভাসমান কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার ঘটানো। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত ভাসমান কৃষির উন্নত ও লাগসই প্রযুক্তি সমূহের বিস্তার ঘটানো এবং কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করা। ভাসমান কৃষির মাধ্যমে বারি/অন্যান্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উদ্ভাবিত সবজি ও মসলা ফসলের আধুনিক জাতের বিস্তার ঘটানো। জলমগ্ন অবস্থায় ফসল উৎপাদনের নিবিড়তা বৃদ্ধিতে বহুমূখীকরণ এবং ভাসমান পদ্ধতিতে শাকসবজি ও মসলা চাষে ক্ষুদ্র কৃষকদের উৎসাহিত করা। মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঞ্চালিত করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে কৃষি কাজে নিয়োজিত করা। চাষকৃত জমির অপ্রতুলতা রয়েছে এমন স্থানে জলমগ্ন জমিতে ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে কচুরিপানা যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২২
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৬৬৫.৫৭ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ২৪ টি জেলার ৪৬টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৪৬২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৪৬১.৪৫ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ১৩০টি, উপকার ভোগী কৃষক প্রশিক্ষণ ৪৮৩৫ জন, মাঠ দিবস ৩১টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০০টি, আকর্ষণ ও মেরে ফেলা ফাঁদ ২৮০০০ টি।

২০। বাংলাদেশে শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের পোকামাকড় ও রোগবালাই ব্যবস্থাপনায় জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (ডিএই অংগ)

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের জন্য শাক সবজি, ফল ও পান ফসলের ক্ষতিকারক পোকামাকড় ও রোগবালাই দমনে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশক ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা সমূহ সম্প্রসারণ করা। বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত কার্যকরী প্রযুক্তিসমূহের

সম্প্রসারণের জন্য ব্লক প্রদর্শনীর ব্যবস্থাকরণ। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের ওপর কৃষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করা। রাসায়নিক বালাইনাশকের বিকল্প হিসেবে উদ্ভাবিত জৈব বালাইনাশকসমূহকে মাঠ পর্যায়ে সহজলভ্য করা। শাক-সবজি, ফল ও পান ফসলের গুণগতমান ও উৎপাদন বাড়ানোর ও বর্হিবিশ্বে রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৮-ডিসেম্বর/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৯০৪.০০ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ২৯টি জেলার ৮৮টি উপজেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ২৫৭.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৫২.৭৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ব্লক প্রদর্শনী ১৩০টি, সেক্স ফেরোমন ট্রাপ ৩৭৫০০, কুমড়া জাতীয় ফসলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ২০০০০, ফলের জন্য আকর্ষণ ও মেরে ফেলা পদ্ধতির ট্রাপ ৮০০০, সেক্স ফেরোমন লিউর ৫০০০০টি, মটর সাইকেল ক্রয় ৫টি।

২১। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত উন্নতমানের এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য কৃষকের কাছে পৌঁছানোর এবং এ সংক্রান্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের উন্নত পদ্ধতি ব্যবহারে ডিএই'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কৃষি উৎপাদন টেকসই করার লক্ষ্যে কৃষকের কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য পৌঁছে দেয়া এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সমূহের সাথে কৃষকের খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি প্রচলন করা এবং যথোপযুক্ত তথ্য উপাত্ত প্রণয়ন করা । কৃষি ক্ষেত্রে আবহাওয়া সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কৃষি আবহাওয়া এবং নদনদীর সামগ্রীক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যাদি কৃষকের উপযোগী ভাষায় বিভিন্ন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে দেয়া। কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণের মাধ্যমে ডিএইর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই১৬-জুন/২১

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ১১৯১৮.০৮ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলার ৪৮৭ টি উপজেলা,৪০৫১ টি ইউনিয়ন পরিষদ।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৬১৮.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৫৭১.৩৬ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮৪০০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ- ৮৪০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৯০ জন, বৈদেশিক প্রশিক্ষণ- ২০ জন, আন্তর্জাতিক সেমিনার- ৩জন, এক্সপোজার ভিজিট-১০ জন, জাতীয় কর্মশালা- ০১টি, আঞ্চলিক কর্মশালা- ১৪টি, অটোমেটিক রেইনগেজ ক্রয় ও বিতরন- ৪০৫১টি, কৃষি আবহাওয়া ডিসপ্লে বোর্ড ক্রয় ও বিতরন- ৪০৫১টি, এগ্রোমেট কিওস্ক ক্রয় ও বিতরন- ৪৮৭টি, এসএএও দের জন্য ট্যাবলেট-৬৬৬৪টি।

২২। সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা কম্পোনেন্ট, কৃষি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভুমিহীন, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৩- ডিসেম্বর/১৮

মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৩৫৭৯৯.১৩ লক্ষ টাকা।

প্রকল্প এলাকাঃ ৬৪ টি জেলা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩১৯২.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৩১৮৭.১৯ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক মাঠ স্কুল স্থাপন ১৭১০০টি, কৃষক সংগঠন ৮৫৩টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৮৮৪৮৫৫ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ১৫০০ জন, জাতীয় সংলাপ ১৮টি, যৌথ মাঠ পরিদর্শন ৮টি।

২৩। বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝালকাঠী, বরগুনা, মাদারীপুর ও শরিয়তপুর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ পতিত জমি চাষের আওতায় আনা এবং একক ও বহুবিধ ফসলের আবাদ বৃদ্ধির মাধ্যমে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি করণ, আধুনিক ও এলাকা উপযোগী প্রযুক্তির মাধ্যমে ফলনের তারতম্য কমিয়ে এবং কৃষি সেবা সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ, পরিবর্তিত জলবায়ুর সাথে অভিযোজনের মাধ্যমে সাম্প্রতিক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উপযোগী ফসল ও জাত সম্প্রসারণ।

প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১১৯১.৩০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৭ টি জেলার ৪৫টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৬৫৯.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৬১৬.৩৩ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা ২টি, কৃষক প্রশিক্ষণ ৩৫৪০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৯০ জন, প্রদর্শনী ৩৫৪০টি, মাঠ দিবস ২৩১টি, ডাবল কেবিন পিকআপ ক্রয় ৩টি।

২৪। পরিবেশ বান্ধব কৌশলের মাধ্যমে নিরাপদ ফসল উৎপাদন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ নিরাপদ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করা, প্রদর্শনী স্থাপনের মাধ্যমে প্রমাণিত আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ অক্টোবর/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১৭২১৩.০০ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ৭৬১টি জেলার ৩১৭টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৫৭৬.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৫৬৩.২৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কর্মশালা ৫টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ৩০ জন, এসএএও প্রশিক্ষণ ৩৩০ জন, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ- ৩৩০ জন,

২৫। স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো জলবায়ুর পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে চাহিদাভিত্তিক ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, শস্যের বহুমুখিকরণ ও বাজারজাতকরনের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৪
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২০৯১৫.১২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ ১১টি জেলার ৩০টি উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৭৩৫.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ৮৩৬.৪৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ৩৪০টি, মাঠ দিবস ১০০টি, কর্মশালা ৩টি, গাড়ি ক্রয় ৩টি, মটর সাইকেল ক্রয় ৬০টি, কৃষক প্রশিক্ষণ- ১২০ জন।

২৬। রংপুর বিভাগ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ রংপুর বিভাগে দারিদ্র বিমোচন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করণ।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২৩
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৩২২.৯২ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ রংপুর বিভাগের সকল জেলা ও উপজেলা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ১৮২.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ১৭৯.২৫ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক গ্রুপ ফরমেশন ১৫২৮টি, টিওটি প্রশিক্ষণ ২ ব্যাচ, , এসএএও প্রশিক্ষণ ১০ ব্যাচ, কর্মশালা ২টি।

২৭। কৃষি প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালকিরণ প্রকল্পঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং অবকাঠামো ও সুবিধাদি উন্নয়নের মাধ্যমে কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পন্ন কৃষি ডিপ্লোমাধারী এবং অন্যান্য প্রশিক্ষিত জনবল তৈরি করা।
প্রকল্পটির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮- জুন/২১
মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ১১৭৫৭.৪৬ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প এলাকাঃ সকল কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটসমূহ।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দঃ ৩৪৮.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যয়ঃ ২৫৩.১৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: ১৬টি এটিআইতে ৩২টি এলইডি টিভি, ৩২ টি এয়ারকুলার, প্রকল্প অফিসে ৩টি এয়ার কুলার, ৮ টি এটিআইতে ৪০টি স্প্রে মেশিন, ১৬টি এটিআইতে ১৬টি লন মোয়ার, ৪টি এটিআইতে ৪৮টি ফুট পাম্প সরবরাহ করা হয়েছে।

চ. রাজস্ব বাজেটে কর্মসূচি

২০১৮-১৯ অর্থবছরে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ১০টি কর্মসূচি চলমান/বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মসূচি গুলো হলোঃ

১। কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সন্নিবেশ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ প্রত্যেক কৃষকের ডিজিটাল পরিচিতির মাধ্যমে কৃষকের শ্রেণিবিণ্যাস ও ব্যক্তি পর্যায়ে কৃষকভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা। শ্রেণিভিত্তিক কৃষকের প্রয়োজনীয় তথ্য বাতায়নে সন্নিবেশ, সংরক্ষন ও যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে দেশের অগ্রযাত্রায় ডিজিটাল সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের সূচনা করা।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৫২১.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ২৪১.৫০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ২৪১.৫০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষি বাতায়নে কৃষক তথ্য সংগ্রহ, প্রসেস ও সন্নিবেশ ।

২। উপকূলীয় এলাকায় খাটো জাতের নারিকেল সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচির আওতাধীন উপজেলাগুলোতে ব্যাপক হারে খাটো জাতের নারিকের সম্প্রসারণ করা। নারিকেল চাষীদের প্রশিক্ষণ প্রদান। নারিকেল ধারণের পর্ব পর্যন্ত আন্ত ফসলের চাষ। বীজ নারিকেলের সারাদেশে সম্প্রসারণ। বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করা। চাষীদের কারিগরি জ্ঞান প্রদান।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জানুয়ারি/১৬-ডিসেম্বর/১৮, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৯২৫.৭৪ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ১০৩.৮৪ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ২৫ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ, বীজ ও উদ্ভিদ (নারিকেল চারা) ৪৭৯২৩টি।

৩। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান ফলদ বাগানসমূহ পরিচর্যার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে আর্থ সামাজিক সমৃদ্ধি আনয়ন কর্মসূচি।
কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ বিদ্যমান ফল বাগানসমূহকে আধুনিক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি। ফল বাগান ব্যবস্থাপনায় কৃষকের দক্ষতা বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ । কৃষকদের আর্থমাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও যুবকদের কর্সংস্থান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন। পার্বত্য এলাকায় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ২৪৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ১১০.০০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ১১০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০ ব্যাচ, প্রদর্শনী ৪০০টি, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয় ৪০০টি ও অন্যান্য।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামে অঞ্চলে মিশ্র ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে কৃষকের পুষ্টির চাহিদাপূরণ ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে নতুন ফলবাগান স্থাপনের মাধ্যমে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ ও আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৮০.৬০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৬৮.০০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৬৭.৯৮ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৩৬ ব্যাচ, প্রদর্শনী ২০০টি ।

৫। কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও জামালপুর জেলার চর অঞ্চলে ভুট্টা, মিষ্টিকুমড়া ও বাদাম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ভুট্টা, মিষ্টি কুমড়া ও বাদাম চাষ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগোষ্ঠির আয় বৃদ্ধি, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ২৯৪.৫২ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ১২৬.৪৪ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ২১ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ -৪ ব্যাচ, ভূট্টা প্রদর্শনী -১৯০টি, মিষ্টিকুমড়া প্রদর্শনী- ১৯০টি, বাদাম প্রদর্শনী- ২৬০টি, কম্পোষ্ট পিট স্থাপন প্রদর্শনী- ২৮০টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী- ৩০৮টি।

৬। মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টার উন্নয়ন কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ মাদারীপুর হর্টিকালচার সেন্টারের সক্ষমতা বৃদ্ধি, ফল ও সবজি চাষের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তি সহজলভ্য করা, দক্ষ জনশক্তি সৃজন, পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৭৫৩.৬৭ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৫৯২.২১ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৫৯২.২১ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: প্রদর্শনী ১৫০টি, জেনারেটর ক্রয় ১টি, প্রশিক্ষণ কাম ডরমেটরি ভবন নির্মান, অভ্যন্তরিণ রাস্তা নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো তৈরি, ভার্মি কম্পোস্ট সেড নির্মাণ, নার্সরি সেড নির্মান।

৭। বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত চার ফসল ভিত্তিক শস্য বিন্যাস প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ কর্মসূচি এলাকায় ধান ভিত্তিক ফসল বিন্যাসে বছরে ৪টি ফসল আবাদ করে শস্য নিবিড়তা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্রমবর্মান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা । কৃষকের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, দারিদ্র বিমোচন এবং নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৩৪৩.৬৬ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ১৯৪.৭০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ১৯৪.৩০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ৩৩ ব্যাচ, রোপা আউশ প্রদর্শনী -২৯০টি, বোরো প্রদর্শনী- ২৫০টি, রোপা আমন প্রদর্শনী- ৫০টি, আলু প্রদর্শনী- ১০০টি, সরিষা প্রদর্শনী- ২৫০টি, মুগ/ মসুর প্রদর্শনী- ১৫৭টি, পাট প্রদর্শনী- ৩০টি, পেয়াজ প্রদর্শনী- ৪০টি, ভার্মি কম্পোষ্ট প্রদর্শনী- ২৭০টি।

৮। নিরাপদ পান উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পান চাষের আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে নিরাপদ ও রপ্তানীযোগ্য গুনগতমান সম্পন্ন পান উৎপাদন বৃদ্ধি করা । সঠিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পান বরোজ স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের কৌশলের মাধ্যমে পান চাষকে লাভজনক করা। পান পাতা বাছাই, জিবানুমুক্তকরন ও বাজার জাতকরণের নতুন প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে পান চাষির আয় বৃধ্বি করণ

কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৬৮০.৫০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ২৯৫.০০ লক্ষ টাকা।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ - ১০২ ব্যাচ, কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ - ১২ ব্যাচ, এসএএও প্রশিক্ষণ - ২৪ ব্যাচ, পান বরোজ স্থাপন প্রদর্শনী- ২৬০টি, চাষী র‍্যালী- ২১০টি, আঞ্চলিক কর্মশালা ৬টি।

৯। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় বিলুপ্তপ্রায় ও পরিবেশবান্ধব বৃক্ষ সংরক্ষণের জন্য তাল, খেজুর, সুপারি ও নিম চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচি।

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ পরিবর্তিত জলবায়ু ঝুঁকি বিশেষ করে বজ্রপাত মোকাবেলায় উপযোগী বৃক্ষ চাষ সম্প্রসারণ। পতিত জমিতে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে জমির যথাযথ ব্যবহার। গ্রামিণ নারীদের আয় বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণ। ভেষজগুণ সম্পন্ন উদ্ভিদের চাষ সম্প্রসারণ।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৭-জুন/২০, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ১৩৫.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ৮২.৫০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ৮২.৫০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: গবেষণা প্রদর্শনী (গুচ্ছাকারে চরা রোপন) ২৫৭৫টি, কৃষক প্রশিক্ষন ৪৮ ব্যাচ।

১০। ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা,ঘৃতকুমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারণ কর্মসূচিঃ

কর্মসূচির উদ্দেশ্যঃ ঔষধি গুণসম্পন্ন গাছের (অর্জুন,অশ্বগন্ধা,ঘৃতকৃমারী, শতমূলী) চাষ সম্প্রসারনের মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং এসব উদ্ভিদের ভেষজগুন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
কর্মসূচির মেয়াদকালঃ জুলাই/১৮-জুন/২১, **মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ** ৩৫০.০০ লক্ষ টাকা, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে **বরাদ্দঃ** ২১.০০ লক্ষ টাকা এবং **ব্যয়ঃ** ২১.০০ লক্ষ টাকা।
২০১৮-১৯ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম: কৃষক প্রশিক্ষণ ৪০ ব্যাচ।

ছ) উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

- দেশের ক্রমবিকাশমান অর্থনীতির ধারাকে আরো বেগবান করার জন্য বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকারের নির্দেশনা ও জাতীয় কৃসি নীতি-২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমার গ্রাম আমার শহর, কৃষিকে আধুনিকীকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণ, নিরাপদ ফসল উৎপাদন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি নিশ্চিতকরণে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধামুক্ত দেশ থেকে বাংলাদেশ আজ পুষ্টি সমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যের বাংলাদেশের দিকে এগুচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে দানাদার (চাল+গম+ভূট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪২৩.২৫০ লক্ষ মে.টন। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে দানাদার (চাল+গম+ভূট্টা) শস্যের উৎপাদন হয়েছে ৪৪৪.৮০৬ লক্ষ মে.টন। উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে ৩১.৫৫৬ লক্ষ মে.টন। বর্তমানে শস্য নিবিড়তা ১৯২ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২১৬%হয়েছে। ভুট্টার আবাদ বৃদ্ধি পেয়েছে ৮২ হাজার হেক্টর। দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অটোমেশন এর মাধ্যমে আমদানি অনুমতিপত্র (IP) এবং ফাইটোস্যানিটারী সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে।

জ) উপসংহারঃ

- কৃষি সম্প্রসারণ সেবা প্রদানকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) বাংলাদেশে একটি সর্ববৃহৎ সরকারি প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর 2014 সালে পুনর্গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় সমগ্র দেশজুড়ে আধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তির সম্প্রসারণ, কৃষি বিষয়ক জ্ঞান ও তথ্যাদি কৃষকের নিকট সরাসরি পৌঁছানো ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে কৃষি উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। কৃষি উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা যাতে অব্যাহত থাকে সেজন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর যথারীতি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের মাধ্যমে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন করে ২০৩০ সালের মধ্যে দেশকে পুরোপুরি দারিদ্রমুক্ত করে অর্জিত উন্নয়ন টেকসই করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তোলা । সরকারের ভিশন বাস্তবায়নে দেশের জনগণের দীর্ঘমেয়াদী পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যে স্বয়ংপম্পূর্ণতা অর্জনের টেকসই রূপদিতে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।